দৈনিক সংবাদ

22

তারিখ ... FEB 1 2 2000 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি জাতীয়করণ না চাকরি স...

নিবারণ চক্রবর্তী

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ২৩ জানুয়ারি রোববার বিকেল থেকে ওসমানী উদ্যানে ব্যাপক সমবেত হয়ে প্রথমে বিক্ষোভ প্রদর্শন, এরপর টানা ছত্রিশ ঘণ্টা অনশন এবং এক পর্যায়ে আমরণ অনশন শুরু করেন। এ লেখা যখন শেষ করি তখন শিক্ষকবৃন্দ আমরণ অনশন ভঙ্গ করে নতুন করে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের একটি দাবি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে। উল্লেখ্য ঠিক একই দাবিতে বিগত সরকার অর্থাৎ বিএনপি সরকারের আমলে এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ব্যাপক আন্দোলন করেছিলেন ঢাকায়। একটানা উনষাট দিন অনশন করেছেন। সরকার অনড় আপোসহীন। একটু এদিক সেদিক হেলছেও না, দুলছেও না। দলে দলে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন এগিয়ে এসে শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করলেন। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে এসে বললেন, এ সরকার পাথর। ওদের মন গলবে না। আপনারা অনশন ভাঙ্গেন। আমরা ক্ষমতায় গেলে আপনাদের দাবি মেনে নেব। এবারও ঠিক একই কথা বললেন বিএনপি নেতা, সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। শেখ হাসিনা নিজ হাতে শিক্ষকদের অনশন ভাঙিয়েছেন। এবারেও বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া অনশন ভাঙালেন। দৈনিক অর্থনীতি-এর উপসম্পাদকীয়তে শিক্ষকদের এই আন্দোলনের উপর হৃদয়গ্রাহী নিবন্ধ লিখলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বিএনপি সমর্থিত বুদ্ধিজীবী ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ। সেখানে সক্রেটিসের লেখা এবং কবি ইয়েটস-এর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের দেশের এ বেসরকারি শিক্ষকদের অভিষিক্ত করলেন তিনি। যে বি, চৌধুরী সাহেব ঘোষণা করলেন, ক্ষমতায় গিয়ে তারা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সব দাবি মেনে নেবেন, তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কি করেছেন? তখনওতো এ শিক্ষকরাই আমরণ অনশনের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। কই একটি দাবিও কি মেনেছেন? জাতীয়করণের প্রশ্নটি আপনাদের সময় যে প্রেক্ষাপটে বিবেচিত হয়েছিল, গোটা রাষ্ট্রিক অবয়বে তার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে এখন। আপনারাও তা জানেন। জানেন ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ সাহেবও। একেই কি বলে রাজনৈতিক স্টান্টবাজি? তবে শিক্ষকদের নিয়ে এ স্টান্টবাজি কতখানি নিষ্ঠুর, নৈতিক প্রশ্নে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার বিচারের দায়িত্ব শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণাকারী নেতাদের উপরেই থাকলো।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান এখন প্রকৃত অর্থেই স্পর্শকাতর। এক নিদারুণ কষ্টে, মানবেতর অবস্থায় থেকে তারা আন্দোলন করছেন। দাবি তাদের একটাই। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। এ শিক্ষকরা প্রধানত গ্রামাঞ্চলে গরিব পরিবারের শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে আসছেন। সুতরাং কোন আবেগ নয়, যোগ্যতার মাপকাঠিতে এই শিক্ষকদের অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ আসুক, তারা সামাজিক মর্যাদা পাক এবং এদের স্কুলগুলো পরিকাঠামোগত দিক থেকে পাঠদানের উপযুক্ততা পাক এ দাবি আমাদের সবার। শিক্ষকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অর্থাৎ একদিকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা এবং শিক্ষকদের অবস্থা পরিবর্তনে এখন পর্যন্ত কতটুকু কি হয়েছে তাও দেখা দরকার বলে আমরা মনে করি। বাতিঘরের আলো যারা জ্বালিয়ে চলেছেন, অন্ধকারে তাদের চির বসতি একটি সভ্য সমাজের আরাধ্য হতে পারে না। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে নির্মোহভাবে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা দাবি জানাচ্ছেন তাদের চাকরি জাতীয়করণের লক্ষ্য সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সমপর্যায়ের অবস্থানে যাবার। দেশ ও কালের উপযোগী এবং একবিংশ শতাব্দীর উদ্ভূত বাস্তবতার নিরিখে আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কি ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কিত কোন দাবি-দাওয়া শিক্ষকদের এ আন্দোলনে নেই। সুতরাং গোটা বিষয়টিই তাদের চাকরিগত। সুতরাং এ দাবি কি জাতীয়করণের না চাকরি সরকারিকরণের?

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান আদলটি মূলত জাতীকরণকৃত। এক সুদূরপ্রবাসী লক্ষ্য নিয়ে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সম্পদের মধ্যে থেকে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার ১শ' ৬৫টি স্কুলকে জাতীয়করণ করেন। ওই সময়ে ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭শ' ২৪ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়। দেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০ হাজার। এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি। আর রয়েছে ২৩ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। তথ্যের হেরফের একটু হতে পারে। তবে মোট কথা, প্রাথমিক স্কুল বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ধরনের নয় এমন প্রাথমিক স্কুল। যা প্রধানত অর্থাৎ প্রধান ধারাটি জাতীয়করণকৃত। লক্ষ্য এটাই ছিল, দেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোটি রাষ্ট্রীয় হবে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রিকতা রয়েছে। বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষকরা রাজস্ব খাত থেকে বেতনভাতা পাচ্ছেন। শিক্ষাগত মানের ন্যূনতম একটা অবস্থামান থাকার পরেই একজন ব্যক্তি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন। চাকরির এক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যকীয় শর্ত।

এদের শিক্ষাক্রম পরিচালত হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে প্রকাশিত পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে। প্রাথমিক শিক্ষার গরিষ্ঠ অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত হলেও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে, এ ধরনের কোন দিগদর্শন না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রতিষ্ঠানগত বিভিন্ন প্রবণতা বা ধরন বিদ্যমান।

সুতরাং সে ক...
বেসরকারি প্রাথ...
মত বেসরকারি ...
অভিপ্রায়ে কোন ...
দান করলেই ...
বিদ্যালয় গড়ে উ...
স্কুল গড়ে উঠে...
শিক্ষাক্রম পরিচা...
হয়ে আসছে।...
ন্যূনতম কোন ...
ব্যবস্থা। সরক...
দেশব্যাপী অনু...
অংশ নিয়ে এব...
পরই চাকরি ...
বিচারের এক...
ঢালাওভাবে ...
সরকারি করা ...
প্রক্রিয়ার নৈতি...
শুধু আন্দোলন...
হাজার লোকবে...
দেশের নিয়োগ...
তো বটেই সা...
রাখার প্রশ্নে ...
ছাড়া আর কিছু...
বেসরকারি প্রাপ্ত...
রাষ্ট্রায়ত্ত করা হ...
বলুক। ডঃ এম...
জানালেও এ...
শিক্ষকদের গুণ...
এই শিক্ষক...
শিক্ষা অধিদপ্ত...
নামে '৯৮ সা...
এক পর্যায়ের ...
হয়েছে। এই ...
বেসরকারি প্রাপ্ত...
অবস্থান সর...
ন্যূনতম যা ...
জায়গায় স্কুল ...
আসেন না। ...
সরকারি শিক্ষ...
ঢালাও জা...
আন্দোলনরত...
স্বীকার করে...
সরকারি করা...
কোটি টাকা...
জানিয়েছেন।
শিক্ষকদের

...ী জামানতকারিগণের জন্য প্রাক্কলিত
...্যর ১%।
...াদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯৯-
০০ সালের 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর
...াদার।
জনতা ব্যাংক, পঞ্চগড় শাখা, পঞ্চগড়।
জনতা ব্যাংক, ঠাকুরগাঁও শাখা, ঠাকুরগাঁও।
সোনালী ব্যাংক, ওয়াপদা শাখা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী।
...রূপ কাজের জন্য প্রতিসেট ৭৫০.০০
...তশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র (অফেরত-
...গ্য)
...-০২-২০০০ইং অফিস ও ব্যাংক
...কালীন সময় পর্যন্ত।
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, পঞ্চগড় পওর বিভাগ, পাউবো, পঞ্চগড়।
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ, পাউবো, ঠাকুরগাঁও।
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, ঢাকা পওর সার্কেল, পাউবো, ঢাকা।
বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তর, রাজশাহী।
...ক নং-৮-এ বর্ণিত দপ্তরসমূহে ২২-০২-
...০ইং এবং ২৩-০২-২০০০ইং তারিখ
... চলাকালীন সময়ে এবং ২৪-০২-
...০ইং তারিখ দুপুর ১২-০০ ঘটিকা,
...ক নং-৮-এ বর্ণিত দপ্তরসমূহে ২৪-
...২০০০ইং তারিখ দুপুর ১৪-৩০
...কায়।
...ান ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বৎসরে
... কাজের মূল্য পরিশোধের জন্য
...জনীয় অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই
...ও কাজের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পরিকল্পিত
... হিসাবে পাওয়া গিয়েছে। এমতাবস্থায়
... কাজ পরিকল্পিত দেনা হিসাবে
...সরবরিত সময়ের মধ্যে শেষ করিতে হইবে
...প আর্থিক সচ্ছলতাসম্পন্ন ঠিকাদার-
...ক উপরোক্ত কাজের দরপত্রে অংশ-
...ণের জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।
...রাং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজের বিল
...শোধ করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট
...াদারের কোন দাবি ও আপত্তি
...যোগ্য হইবে না।

নির্বাহী প্রকৌশলী
পঞ্চগড় পওর বিভাগ
পাউবো, পঞ্চগড়।